

Acc. No. 42 Shelf No. A 1 4 R Z

Title
SubTitle Caityanāṣṭaka

Role Author Editor Comment. Transl. Compiler

Rupa Gosvami
Baladeva Vidyanubhusana
Atul Krsna Gosvami
Edition

Publisher Gaudiya Math

Place Kalikata Year 1913 Ind. Yr. 1320

Lang. Sanskrit Script Bengali

Subject

Sunderamam

Acc No 42

শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ।

শ্রী শ্রী চৈতন্যচন্দ্রক ।

শ্রী পাদ-রূপগোষামি বিরচিত ।

শ্রীমদবলদেব-বিষ্ণাভূষণ-কৃত টীকা
এবং সম্পাদক-কৃত অনুবাদ সমেত ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুবাংগ

শ্রী অতুলকৃষ্ণ গোষামি কর্তৃক

সম্পাদিত ।

কলিকাতা,

৬৬নং ম্যাগিকতলা স্ট্রীট ।

শ্রীগোড়ীয়-বৈষ্ণবসম্মিলনী-কার্যালয় হইতে
প্রকাশিত ।

২৮শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩২০সাল ।

৬৬নং ম্যাগিকতলা স্ট্রীট, বাগী পোসে

শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ।



শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যষ্টক গোড়ীয়-বৈষ্ণব-মণ্ডলীর বিশেষ, পরিচিত। ইহার আর নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। অদ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব-বাসরে তাঁহারই শ্রীলালার স্মারক শ্রীঅষ্টক 'উপহার' লইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর সমাপে উপস্থিত হইলাম। উপযুক্ত দিনে উপযুক্ত উপহার পাইয়া কে না আনন্দিত হইবেন ?

আজিকার দিন—বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের একটি প্রধান স্মরণীয় এবং বরণীয় দিন। হইবে না ?—আজিকার দিনেই যে এই বাঙ্গালার মাটিতেই সেই কাঙ্গালের কল্পপাদপ গ্রাহভূত হইয়াছিলেন ?

শ্রীলঠাকুর বৃন্দাবনদাসের ভাষাতেই আজিকার তিথির একটু মহিমা গুনাইয়া দিই। তিনি বলেন,—

“চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা ।
 ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা ॥
 পরম পবিত্র তিথি মুক্তিস্বরূপিণী ।
 যাহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥
 নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘ-শুক্রা-ত্রয়োদশী ।
 গোরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী ॥
 সূর্যযাত্রা-মঙ্গল এ দুই পুণ্য তিথি ।
 সর্বগুণ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইতি ॥”

(শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি, ২য় অধ্যায় ।)

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া শ্রীমহাপ্রভুর লীলা-স্মরণের সঙ্গায় তিনটি অষ্টক বচনা করেন। তিনটি অষ্টকে শ্রীপ্রভুর তিন অবস্থার বর্ণনা আছে। প্রথম অষ্টকে শ্রীমহাপ্রভুর পুরুষোত্তম-ধামে অবস্থান কালীন বর্ণনা, দ্বিতীয় অষ্টকে—পুরুষোত্তম হইতে জননীদর্শনের জন্য গোড়ে আগত গোরের বর্ণনা এবং তৃতীয়

অষ্টকে—আবার পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিরাজমান ভাববিভোক্তা শ্রীগো-
রাজের বর্ণনা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

অষ্টক তিনটি সাধারণের সুখবোধ্য করিবার জন্য শ্রীপাদ বলদেব-
বিদ্যাভূষণের টীকা এবং বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত হইল।
এই অষ্টক তিনটি ইতিপূর্বে এভাবে আর প্রকাশিত হয় নাই।
আমার পরম কল্যাণভাজন শ্রীমান্ মাণিকটাদ গোস্বামী ভাইজীবন
এই সংস্করণের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর
শ্রীপাদপদ্মে শ্রীমানের ভক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক। ইতি

শ্রীগোরপূর্ণিমা

শ্রীগোরাব্দ ৪২৯

৪৭। এ মহেন্দ্রনাথগোস্বামীর লেন,
সিমুলিয়া, কলিকাতা।

শ্রীগোরাঙ্গদাসানুদাস

শ্রী অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

সম্পাদক।



শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত
Maha-kirtola

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

অথ প্রথমাস্তকম্ ।

সদোপাস্ত্রঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহুদ্ভির্গৌর্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠি প্রভৃতিভিঃ ।

শ্রীবৃন্দারণ্যোস্থতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থং শ্রীচৈতন্যং “কৃষ্ণ-
বর্ণম্” (ভা ১১:৫৩২) ইত্যাদিশব্দাৎ তদনুগ্রহাচ্চ সাক্ষাৎ ঈশ্বরম্
অনুভূয় তেজেন বর্ণয়ন্ তদর্শনম্ আশাস্তে,—‘সদা’ ইত্যাদিভিঃ ।
স চৈতন্যঃ মে, দৃশোঃ—নেত্রয়োঃ পদং পুনরাপি কিং যাস্যতি ?
“পদং বাবসিতি-ব্রাণ-স্থান-লক্ষ্ম্যাজ্জুবৃষু” ইতি নানার্থবর্ণঃ ।
মগ্নেত্র-বাবসায়ং—তদ্বিসয়তাং স কদা গামিষ্যতীতি তাদৃগ্ভাগ্যং
কদা মে স্যাদিত্য ভাবঃ । স কীদৃক্ ?—ইত্যাহ,—গিরিশ-পর-
মেষ্ঠি প্রভৃতিভিঃ—শিব-বিষ্ণু-দেবীভিঃ, গৌর্বাণৈঃ—দেবৈঃ, সদা—
নিতাম্, উপাস্যঃ—সব্যঃ । ননু তৎসন্নিধৌ তে ন প্রতীয়ন্তে ?
তত্রাহ,—ধৃতেনি । কৃষ্ণবতারে সাক্ষাদেব তম্ উপাসিতবন্তঃ,
ইহ তু আচার্য্য-হরিদাসাদি বপুষা উপাসিত ইত্যর্থঃ । প্রণয়িতাং—
তস্মিন্ প্রীতিং, বহুদ্ভিঃ—প্রাপ্নুবদ্ভিঃ । কিং কুর্ষন ?—ইত্যাহ,—
স্বভক্তৈর্ভ্যঃ স্বরূপদামোদরাদিভ্যঃ, নিজ-ভজন-মুদ্রাং—স্বভক্তি-
পরিপাটীম্, উপদিশন্ । শুদ্ধাং—কর্ম্মযোগাদানাবৃত্তাম্ । অয়ম্
অর্থঃ,—“কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণং সাদোপাস্ত্রপার্ষদম্ । যঃ

শঙ্কর-ব্রহ্মা প্রভৃতি অমরবৃন্দ মানব-বিগ্রহ ধারণ
করিয়া প্রীতি-সহকারে সর্বদা যাহার সেবা করিয়া থাকেন
যিনি শ্রীমান্—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের ভাণ্ডার এবং যিনি

স্বভক্তভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোৰ্ষাস্মৃতি-দম ॥ ১ ॥

সংকীৰ্ত্তনপ্রারৈর্ঘজান্তি হি স্মমেধসঃ ॥” (ভা ১১।৫।৩২) ইতি একাদশে
 চতুর্থযুগাবতারো বর্ণিতঃ, স এব কৃষ্ণচৈতন্যঃ; হরিকীৰ্ত্তনপ্রধানস্য
 যজ্ঞস্য—তদসাধারণধর্মস্য তত্রৈব দর্শনাৎ । অসাধারণধর্মের
 লক্ষণেন হি লক্ষ্যং পরিচীয়েত । “জন্মাদ্যস্য যতঃ” (ব্র সূ ১।।২)
 ইতি সূত্রে যথা জগজ্জন্মাদহেতুত্বেন তেন তল্লক্ষ্যং ব্রহ্ম পরিচীতম্ ।
 স চ অবতারঃ গীর্ষাটৈঃ দেবাঃ ইতি—“ধোয়ং সদা পারভবয়-
 মভীষ্টদোহং তীর্থাম্পদং শবাবারাক্ষুতং শরণ্যম্” (ভা ১১।৫।৩৩)
 ইতি তদনন্তরোক্তেঃ । অসকৃতং আবর্ত্তাবনম্ এতং শ্রুতরপি
 দ্যোভয়তি,—“মহান্ প্রভুর্নৈ পুরুষঃ সত্বস্যেষ প্রবর্ত্তকঃ” (শ্বেতী-
 য়তর ৩।১২) ইতি । এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরতয়া নিশ্চিতোহপি তাস্মিন্ মদি
 কস্যাচিৎ মন্দমতেঃ অনাস্মি স্যাৎ, সা তু তদপ্রসাদাৎ এব, ইতি
 জ্ঞায়তে ;—“তমক্রতুঃ পশ্যাত বাতশোকং ধাতুঃ প্রসাদান্মাতমান-
 মীশম্” (কঠ ২।২৯) ইত্যাদিভ্রুতেঃ, “তথাপ তে দেব ! পদাষুজঙ্গ-
 প্রসাদগেশানুগৃহীত এব হি । জানাতী তৎ ভগবিন্ । নাঃম্মো,
 নচান্য একোহপি চিরং বাচিষ্মন্য” (ভা ১০।১৪।২৯) ইত্যাদি-
 শ্বুতেশ্চ ‘তৎপ্রসাদ এব তদ্বাক্ষণতেতুঃ’ ইতি অশ্বয়-ব্যাতরেণ দৃষ্টং,
 বাহুদেবসাক্ষণোমাদৌ ব্যক্তমেৎ । চতুর্থপাদঃ সপ্তসু অনুবক্তাঃ ;
 অষ্টকেষু এমেব কাবরাত্তেঃ ॥ ১ ॥

আপন অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দকে আপন বিশুদ্ধ (জ্ঞানকর্মাতির
 আবরণ-শূণ্য) ভজনপ্রণালী উপদেশ প্রদান করিতে নিরত
 রহিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি আবার আমার
 নয়নপথের মথিক হইবেন ? ॥ ১ ॥

স্বরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং

মুনানাং সৰ্ব্বস্বং প্রাতপটীনাং মধুরিমা ।

বিনিৰ্যাসঃ প্রেমণো নিখিলপশুপালান্বজদৃশাং

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোৰ্যাস্তি পদম্ ॥২॥

এষ চৈতন্যদেবো ন চতুর্থযুগান্তারঃ কৃষ্ণাংশঃ ; “কৃতে
শুক্লো ধনমুদী বক্তপ্তেতাযুগে মতঃ । দ্বাপরে চ কলৌ চাপি
শ্যামলাঙ্গঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥” ইতি তস্যা শ্যামলবর্ণত্বপ্রবণাৎ ;
কিন্তু প্রেমসী-ভাব-কাস্তভ্যাং পিতৃ-স্বভাব-কাস্তিঃ স্বয়ং কৃষ্ণ এব
আবিরভূৎ, ইতি ভাবেন আত, — স্বরেশানাং ইতি । দুর্গং —
নিৰ্ভয়স্থানম্ । গতিঃ — পরতত্ত্বসংসারঃ । সৰ্ব্বস্বং — তপোবিজ্ঞান-
লক্ষণম্ ঐহিকং পারত্রিকং চ ধনম্ । প্রাতপটীনাং — দাসভক্ত-
বৃন্দানাং, মধুরিমা — দাসাভক্তিমাধুর্যম্ । “সংবাচে প্রকরৌষ-বার-
নিকর বাহাঃ সমহশ্চ যঃ । সন্দোহঃ সমুদায়-রাশি-বিসৰ-ব্রাতাঃ
কলাপো ব্রজঃ । কূটং মণ্ডল-চক্রবাল-পটল-স্তোমা গগঃ পেটকম্ ।
বৃন্দং চক্র-কদম্বকং সমুদয়ঃ পুঞ্জোৎকরো সংহাতঃ ॥” ইতি হৈমঃ ।
নিখিল-পশুপালান্বজদৃশাং — সমস্ত-ব্রজবানতানাং, প্রেমণঃ — কৃষ্ণ-
বিষয়কসা, বিনিৰ্যাসঃ — দারঃ । ‘স চৈতন্যঃ কিম্’ ইত্যাদি প্রার্থং ।
ইহ চেতন্যস্বাক্ষরো দর্শিতঃ — দুর্গাদিচেতোরপি চৈতন্যস্য দুর্গাদাক্রমঃ
ত্বেন অভিধানাৎ । যতন্তং কাবাকৌস্তভে — “চেতোরেকাস্থানা-
খ্যানং হেতুর্ভুক্তা ভদারতে ।” ইতি । “অদ্রোণাং বিক্রাতঃ সাক্ষাৎ অক-

যিনি স্বরেশ্বরগণের দুর্গ — নিৰ্ভয়স্থান, — অর্থাৎ আশ্রয়
গ্রহণ করিবামাত্রই যিনি অমরবৃন্দের অধিপতিগণকেও
ভয়হীন করেন । যিনি উপনিষৎসমূহের অতিশয় গতি, —
অর্থাৎ সমগ্র বেদের অভ্যন্তরে পরতত্ত্বের সংসার করিয়
থাকেন । যিনি মুনিবৃন্দের সৰ্ব্বস্ব, — অর্থাৎ তাহাদিগকে

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈতদয়িতঃ

প্রপন্ন শ্রীবাসো জনিতপরমানন্দগরিমা ।

ষ্টিব্রজঃক্রবাম্ । হৈহ্যং শ্রোতস্বভানাঞ্চ জীৱাদবংশীধ্বন্যনিত্যোঃ ॥
ইতিবৎ । ইহ আদ্র-বিদ্রব্যাদি-তেতুভূতেহপি বংশনাদঃ তদ্রূপ-
তয়া বর্ণিতঃ । অস্যা সাক্ষাৎ কৃষ্ণত্বং তু অগ্রে ব্যক্তীভাবযুক্তি ॥ ২ ॥

অথ শ্লেষণে সাক্ষাৎ কৃষ্ণত্বং বর্ণয়ন্ বিশনষ্টি,—‘স্বরূপম্’
ইতি । জগত, অতুলং—নিরূপনং, স্বরূপং—তন্মানং পার্শ্বদং,
বিভ্রাণঃ—ধারণন্, কৃপাসুধয়া পুষ্পন্ চ । অদ্বৈতস্য—তদাথাস্য
আচার্যাস্য, দায়িত্বঃ—প্রিয়ঃ, স দায়তো বস্য ইতি বা । প্রপন্নঃ—
শরণম্ প্রাপ্তঃ, শ্রীবাসঃ—তন্মানা পণ্ডিতোহয়ং বস্য সঃ । তথা
জনিতঃ, পরমানন্দে—স্বগুরু-সতীর্থে পরিব্রাজি, গরিমা—গুরুভাবঃ,
যেন সঃ । জগদবিদ্যা-চরণাৎ ‘হরিঃ’ । এতদেব আহ,—দীনেতি
দীনান্—আধ্যাত্মিকাদি-তাপতপ্তান্, উদ্ধর্তুং শীলং যস্যেতি
তথা, গজপত্তৌ—উৎকলশ্লেষণে নৃপেন্দ্রে, যঃ, কৃপোৎসেকঃ—

তপস্তা এবং বিজ্ঞান স্বরূপ ঐহিক এবং পারত্রিক সম্পত্তি
প্রদান করেন । যিনি তাঁহার চরণে প্রণত—দাস-ভক্ত-
মণ্ডলীর মাধুর্য্য,—অর্থাৎ তাঁহাদিগকে দাস্যভক্তি-মাধুর্য্য
আস্বাদন করাইয়া থাকেন । যিনি সমস্ত ব্রজবধুবর্গের
[শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক] প্রেমের সার অর্থাৎ তাঁহাদিগকে আপন
আপন ভাবের অনুরূপ অনুরাগময় বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদন
দান করেন । সেই অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু
কি আবার আমার নয়নপথের পাথক হইবেন ? ॥ ২ ॥

এই জগতে যাঁহার তুলনা নাই—সেই স্বরূপ-
গোস্বামীকে যিনি পার্শ্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং কৃপা-
সুধায় পুষ্ট করিয়াছেন । যিনি শ্রীল অদ্বৈত চায়াপ্রভুর দায়িত্ব
—অতিশয় প্রিয় । (কিংবা শ্রীমৎ অদ্বৈতাচায়াপ্রভু যাঁহার

হরিদীনোদ্ধারী গজপতিকৃপোৎসেকতরলঃ

সংস্কৃতঃ কিং মে পুনরপি দৃশোঁষাস্যতি পদম্ ॥৩॥

কারুণ্যধারাভাষেচনঃ, তত্র. তরলঃ—সত্বরঃ। শ্লেষণ, হারিঃ—
সিংহোহপি গজরাজে স কৃপয়তু ইতি বিরুদ্ধাভাসোহলঙ্কারঃ।
তেন তুদ্ভুতসিংহত্বং বাজাতে। কৃষ্ণপক্ষে,—জগতি অতুলং, স্বরূপং—
শ্রীবিগহং, বিভাগঃ—ধারণন্, প্রকটয়ন্ ইতি যাবৎ। “ন তস্য
প্রতিমাস্তি” ইতি শ্রুতেঃ (শ্বেতাশ্বতর ৪।১২)। অদ্বৈতং—নানা-
রূপত্বেহপি ভেদাভাবঃ, তৎ, দায়িত্বং—প্রিয়ং, যস্য সঃ। “একোহপি
সন্ বহুধা যো বিভাতি একং সত্ত্বং বহুধা দৃশ্যমানম্” ইতি
শ্রুতেঃ একতাম্ অজহদেব নানারূপ ইত্যর্থঃ। প্রপন্নায়ঃ—
পাদসেবিন্যাঃ, শ্রিয়ঃ—লক্ষ্যাঃ, নিবাসঃ—সমাশ্রয়ঃ। জনিতঃ
—স্বজন্মানা প্রাজুর্ভাবিতঃ, পরমানন্দগরিমা—নিঃসীমাতিশয়ঃ
সুখবানিঃ যেন সঃ। গজপতিঃ—গ্রাহগ্রস্তো গজেন্দ্রঃ। স্মৃগার্থ-
মন্যং। শকার্থশ্লেষণোঃ সঙ্করোহয়ম্ ॥ ৩ ॥

একান্ত প্রীতির পাত্র।) শ্রীবাস পণ্ডিত যাঁহার শরণাগত।
শ্রীগুরুর সতীর্থ বলিয়া শ্রীপাদ পরমানন্দ পুবার প্রতি
যিনি গুরুভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। যিনি এই সংসারে
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ
তাপে উত্তপ্ত, স্মৃতির দীনতা প্রাপ্ত জীববৃন্দের উদ্ধারকারী
'হরি'। (—জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার হরণ করিয়া প্রেম-
ভক্তির বিমল আলোক বিস্তার করেন বলিয়াই 'হরি'।)
অপিচ, উৎকলাধিপতি 'গজপতি'-উপাধিধারী প্রতাপরুদ্র
নৃপতির প্রতি কৃপামৃত বর্ষণে যিনি ব্যগ্র*। সেই

* হরি-শব্দের একটা অর্থ,—সিংহ। এই অর্থ ধরিয়া এই অংশের শ্লেষার্থ
এইরূপ,—হরি—সাধারণ সিংহ কখনও গজপতির প্রতি কৃপা বিস্তার করে না
তাহার কুস্তই বিদীর্ণ করিয়া থাকে। গৌরসিংহ কিন্তু অসংধারণ সিংহ। তিনি
তিনি গজপতির উপরও কৃপা বিস্তার করেন। প্রতাপরুদ্ররাজও 'গজপতি'

রসোদ্দামা কামার্কর্ব দমধুরধামোজ্জ্বলতনু-
 র্থতানামুভংসস্তুরণিকরবিদ্যোতিবসনঃ ।

রসৈঃ—ভক্তিগুণস্বাদৈঃ উদ্দামা—অতিমত্তঃ । “রসো গন্ধরসে
 স্বাদে” ইতি বিশ্বঃ । কামার্কর্ব দস্য ইব, মধুরং—স্বাদু, যৎ, ধাম—
 মোহনপ্রভাবঃ, তেন উজ্জ্বলা তনুঃ যস্য সঃ । “মধুবঃ সুরসে
 পুংসি মধুরন্তু বিষাস্তরে । মধুরো রসবৎ স্বাদু প্রিয়েষু ত্রিষু
 বাচ্যবৎ ॥” ইতি বিশ্বলোচনকাব্যঃ । “ধাম দেহে গৃহে রশ্মৌ
 স্থানে জন্ম-প্রভাবয়োঃ ॥” ইতি বিশ্বঃ । অতিমোহনমৃতিঃ ইত্যর্থঃ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি আবার আমার নয়নপথের
 পথিক হইবেন ? ॥ ৩ ॥

রসে—ভক্তিগুণের আশ্বাদনে যিনি ‘উদ্দাম’—উন্মত্ত
 অববদসংখ্যক কন্দর্পের মত ‘মধুর’—মাদকতাবিশিষ্ট
 যে ‘ধাম’—প্রভাব, তঁহার যাহার ‘তনু’—শ্রীবিগ্রহ
 সমুজ্জ্বল,—অর্থাৎ যাহার শ্রীমূর্তি দর্শনমাত্রই মোহিত
 হইতে হয় । যিনি যতিগণের—সন্ন্যাসিসমূহের ‘উত্তম’—

আর যাহারা বিধর অঙ্কুশ মানেনা, সেই বিষয়মতে মত্ত—হতাহিত-ববেচনা-
 শূন্য জনগণও গজপতি,—মদাক্ততায় উচ্ছ্বাসতলে তাহারা হস্তীরও রাজা ।
 নয়নায় গৌরহরি তাহাদের দণ্ড বিধান করেন নাই, কৃপা করিয়া তাহাদের
 হৃদয়ও বিগুঢ় করিয়া দিয়াছেন । স্তবরাং এ হরি—এ সিংহ বিচিত্র ‘হরি’—
 বিচিত্র সিংহ ।

এই তৃতীয় শ্লোকের সম্পূর্ণ অংশেরও একটি শ্লিষ্ট অর্থ আছে । সে অর্থটি
 হইতেছে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপক্ষে । যথা,—যিনি জগতে অতুলনীয় ‘স্বরূপ’
 শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন । যিনি ‘অদ্বৈত’—ভেদাভাব ভাল বাসেন, অর্থাৎ
 একতা ভাগ না করিয়াই যিনি নানারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন । প্রপন্ন—
 চরণসেবন-পরায়ণা, শ্রীর—লক্ষ্মীদেবীর যিনি, নিবাস—আশ্রয়স্থান । আপন
 আবির্ভাব দ্বারা যিনি জগতে সীমা-পরিমাণ-শূন্য স্মরণাশি প্রাদুর্ভাবিত করিয়া-
 ছেন । যিনি শ্রীমুখনোদ্ধারী শ্রীহরি এবং যিনি কুস্তীর-মুখ হইতে শরণাগত
 গজরাজকে কৃপা পূর্বক উদ্ধার করিয়াছেন ।

হিরণ্যানাং লক্ষ্মাভরমভিভব্নাস্তিকরুচা

স হেরে কৃষ্ণঃ কিং মে পুনরপি দৃশোৰ্ষাস্তি পদম্ ॥৪॥

হরেকৃষ্ণেত্যুচৈঃ স্ফুরিতরমনো নামগণনা-

কৃতগ্রন্থিশ্রেণীঃ স্তভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ ।

যতীনাং—সন্ন্যাসিনাম্, উত্তংসঃ—শিরোভূষণম্ । তরণিকরাঃ
—প্রাভাতি কৃষ্ণা-কিরণাঃ, তদ্বৎ বিদ্যোতানি—দীপ্তমস্তি,
বসনাতি যস্য সঃ । গৈরিকারক্তবস্ত্র ইত্যর্থঃ । অঙ্গিকরুচা—
অবয়ব-কাস্ত্যা, হিরণ্যানাং—সুবর্ণানাং, লক্ষ্মাভং—শোভাতিগরং,
অভিভবন—তিরস্করন। “স্ব্যঃ প্রভা কৃষ্ণ কৃচিষ্ণু ভা ভাশ্চবি-
দ্যোতি-দীপ্তয়ঃ” ইতি অমরঃ ॥ ৪ ॥

‘হরে কৃষ্ণ’ ইতি মন্ত্র প্রতীক-গ্রহণম্ । মোড়শনামাস্তানা
স্বাত্রিংশদক্ষবেণ মন্ত্ৰেণ উচৈঃ উচ্চারিতেন, স্ফুরিতা—কৃতনৃত্যা,
রমনা—জিহ্বা, যস্য সঃ । নাম্নাম্ উচ্চারিতানাং গণনারে কৃত্য
বা গ্রন্থিশ্রেণী, তয়া, স্তভগং—সুন্দরং, কটিসূত্রং তেন—তদক্ষ-

শিরোভূষণ । ‘তরণি-করের’—অরুণ-কিরণের গায়
‘বিদ্যোতি’—দীপ্তিবিশিষ্ট ষাঁহার বসন,—অর্থাৎ যিনি
গৈরিক-রঞ্জিত রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন । অঙ্গকাস্তি
দ্বারা যিনি হিরণ্যমুহের—সুবর্ণরাশির ‘লক্ষ্মাভর’—অতি-
শয় শোভাকে অভিভব করিতেছেন—দূর করিয়া দিতে-
ছেন, সেই ক্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি আবার আমার
নয়নপথের পথিক হইবেন ? ॥ ৪ ॥

উচ্চস্বরে ‘হরে ! কৃষ্ণ !’ প্রভৃতি হৃদয়ীম মহামন্ত্র
উচ্চারণে ষাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিতেছে । উচ্চারিত নাম-

বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাক্ষিতভুজঃ

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোৰ্যাস্মিত্তি সীদম্ ॥৫॥

পয়োরাশেষ্তীরে স্ফুরত্পবনালীকলনয়া,

মুহূৰ্বন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ ।

লেন উজ্জ্বলঃ, করঃ—বামহস্তঃ, বস্য সঃ । বিশালাক্ষঃ—কর্ণান্তঃনত্রঃ ।

দীর্ঘং যৎ অর্গলযুগলং, তস্য, খেলায়া—বিলাসেন, আক্ষিতৌ ভূজৌ
বস্য সঃ, আজানুলম্বিতবাহুঃ ইত্যর্থঃ । “অর্গলা পরিঘঃ স্মৃতঃ” ইতি
হলায়ুধঃ । নিদশনালঙ্কারঃ ॥৫॥

পয়োরাশেঃ—সমুদ্রস্য, তীরে—তটে, স্ফুরন্তী নাম, উপবনা-
লীনাম্—আরামপঙ্ক্তীনাং, কলনয়া—বীক্ষণেন, যৎ মুহূঃ বৃন্দা-

মস্তের গণনার জন্য (১)—সংখ্যা রাখিবার জন্য যিনি
সুন্দর কটিসূত্রে শ্রেণী-আকারে গ্রন্থি বন্ধন করিয়াছেন
এবং সেই কটিসূত্রের প্রান্তভাগ ধারণ করায় যাঁহার
বামহস্ত সমধিক শোভাসম্পন্ন হইয়াছে । যাঁহার নয়ন
আকর্ষণ বিস্তৃত । যাঁহার বাহুযুগল, দীর্ঘ অর্গল যুগলের
ন্যায় শোভমান । সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি
আবার আগার নয়নপথের পথিক হইবেন ? ॥ ৫ ॥

সমুদ্রের তীরে উপবনের শ্রেণী শোভিত পাইতেছে ;
তদর্শনে বারংবার বৃন্দাবনের স্মরণ হওয়ায় যিনি প্রেমে
বিবশ হইয়া পড়িতেছেন । কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণনামের

(১) “অঙ্গ লাগ্রেষু যজ্ঞপুং যজ্ঞপুং। মেরু লজ্বনে । অসঙ্খ্যাতক যজ্ঞপুং তৎসর্কং
নিফলং ভবেৎ ॥” (শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১৭শ বিলাস. ব্যাসস্মৃতি, বচন) — অঙ্গ-
লির অগ্রভাগে, স্মেরু লজ্বন করিয়া এবং সংখ্যা না রাখিয়া যে রূপ করা যায়,
তাহা সমস্তই নিফল হয় । সূত্রং এই সংখ্যা রাখা ।

কচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলননো ভক্তিরাসকঃ

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোষাস্যাতি পদম্ ॥৬॥

রথারূঢ়স্যারানধিপদবি নীলাচলপতে-

রদভ্রপ্রমোক্ষিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ ।

সহর্ষং গায়ন্তিঃ পরিবৃত্তনুবৈষণ্যজনৈঃ

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোষাস্যাতি পদম্ ॥৭॥

রণ্যস্বরণং, তজ্জানতেন, প্রেমণা, বিবশঃ—অদৈর্ঘ্যং গতঃ । কচিৎ
স্থানে, কৃষ্ণাবৃত্ত্যা—‘কৃষ্ণ’ ইতি নাম্নঃ অসকৃৎ কীর্তনেন, প্রচলা,
রসনা—জিহ্বা, যস্য সঃ ; যস্মাৎ ভক্তিরাসকঃ ॥ ৬ ॥

রথারূঢ়স্য, নীলাচলপতেঃ—শ্রীজগন্নাথস্য, আরাং—নিকটে ।
“আরাদদুবসমীপয়োঃ” ইত্যম্বঃ । অধিপদবি—পথি ; বিভক্ত্যা-
থেহব্যয়ীভাবঃ । অদভ্রেন—মহতা, প্রমোক্ষিণা স্ফুরতো যঃ,
নটনোল্লাসঃ—নৃত্যাতিশয়ঃ, তেন বিবশঃ । “পুরুজং পুরুলং পুষ্ট-
মদভ্রমভিধীয়তে” ইতি হলায়ুধঃ । স্ফুটমন্ত্যং ॥ ৭ ॥

আবৃত্তি করিতেকরিতে যাঁহার জিহ্বা যার-পর নাই
চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। সেই ভক্তিরাসিক শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্য মহাপ্রভু কি আবার আমার নয়নপথের পথিক
হইবেন ॥ ৬ ॥

শ্রীনীলাচলনাথ জগন্নাথ শ্রীরথে আরোহণ করিয়া
পথে চলিরাছেন ; তাহা দেখিয়া যাঁহার প্রেমের তরঙ্গ
বাড়িয়া, বাড়িয়া উঠিতেছে এবং সেই প্রেমের প্রাবাল্য
যিনি শ্রীজগন্নাথের সমীপে নটনোল্লাসে বিবশ হইয়া
পড়িতেছেন । বৈষ্ণববৃন্দ আনন্দভরে গান করিতেকরিতে
যাঁহার শ্রীঅঙ্গ পরিবেষ্টন করিতেছেন । সেই শ্রীকৃষ্ণ-

ভুবং সিঞ্চনশ্ৰুতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ
 পরীতান্ধো নীপস্তুবকনবকিঞ্জলুজয়িভিঃ ।
 ঘনশ্বেদস্তোমস্তিমিততনুরুৎ কীৰ্ত্তনসুখী
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরাপি দৃশোর্গাস্যাত পদম্ ॥৮॥
 অধীতে গৌরান্ধস্মরণপদবীমঙ্গলতরং
 কৃতী যো বিশ্রম্ভস্ফরদমলধ রুচকমিদম্ ।

অশ্রু শ্রুতাভঃ—নয়নাশু-ধারাভিঃ, ভুবং সিঞ্চন । সান্দ্রপুলকৈঃ—
 নিবিড়-রোমাকৈঃ, অভিতঃ, পরীতান্ধঃ—বাপ্তাবয়বঃ । পুলকান্
 বিশিনষ্টি,—নীপেতি । কদম্বগুচ্ছ-কেশর-জয়িভিরিতার্থঃ । ‘তুলঞ্চ
 নীপ-প্রিয়ক কদম্বাস্ত হলিপ্রিয়ে’ ইতি, ‘স্যাৎ গুচ্ছকস্ত স্তবকঃ’
 ইতি, ‘কিঞ্জলুঃ কেশরোহস্ত্রিয়াম্’ ইতি চ অমরঃ । ঘনেন—
 নিবিডেন, শ্বেদ-স্তোমেন, স্তিমিতা—আর্দ্রা, তনুঃ বস্যা সঃ ॥ ৮ ॥

অষ্টকপাঠফলম্ আহ, ‘অধীতে’ ইতি । যঃ, কৃতী—বিদ্বান্,
 জনঃ, চৈতন্যদেবস্য ইদম্ অষ্টকম্, অধীতে—পঠতি, তস্য তদমল-
 পদাস্তোজ যুগলে প্রেমলহরী, পরিস্ফুরতু—ভবতাং, ইতি তৎ প্রতি

চৈতন্য মহাপ্রভু কি আবার আমার নয়নপথের পথিক
 হইবেন ? ॥ ৭ ॥

যিনি অশ্রুধারায় ধরণীকে আভষিত করিতেছেন । কদম্ব-
 গুচ্ছের কেশরেরও পরাভবকারা নিবিড় পুলকে, যাঁহার
 সমস্ত শরীর পরিবাপ্ত । প্রবল ঘনীভূত ঘর্ম্মজলে যাঁহার
 শ্রীবিগ্রহ অভিষ্মাত । উচ্চ সংকীর্ণনের আনন্দ-নিগম
 সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি আবার আঁহার নয়ন-
 পথের পথিক হইবেন ? ॥ ৮ ॥

বিশ্বাসসম্মুদাসিত বিশুদ্ধ-বুদ্ধি-সম্পন্ন যে বিদ্বান্
 বাল্কি শ্রীগৌরান্ধের স্মরণের সহায় এবং পরম মঙ্গলালয়

পরানন্দে সত্বস্তদমলপদাস্তোজযুগলে
 পরিষ্কারা তস্য স্ফুরত্‌ নিতরাং প্রেমলহরী ॥ ৯ ॥
 ইতি শ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রথমাস্টকং সমাপ্তম্ ॥

আনীঃপ্রচানম্ । অষ্টকং বিশিনষ্টি,—গৌরাজ্জৈতি । চৈতন্য-ধ্যান-
 সাচিব্য-কৃৎ ইত্যর্থঃ । কৃতিনং বিশিনষ্টি,—বিশ্রম্ভেতি । বিশ্বাস-
 ভ্রাজমান-বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ । “বিশ্রম্ভঃ কেলিকলহে বিশ্বাসে
 প্রণয়েহপি চ” ইতি মেদনী । পরিষ্কারা—বিস্তীর্ণা । অস্মিন্
 পরস্মিন্ চ অষ্টকে শিখরিণীচ্ছন্দঃ ; “রমৈ রুদ্রে শ্ছরী যমনস-
 ভলাগঃ শিখরিণী” ইতি তন্ত্রক্ষণম্ । ছন্দসি গণাশ্চ বোধ্যাঃ,—
 “সর্বগুরুমঃ কথিতো ভজসা গুর্বাদমধ্যান্তাঃ । ছন্দসি নঃ
 সর্বলঘুরত লঘাদিমধ্যান্তাঃ ॥” ইতি বর্ণচ্ছন্দাস গণাঃ । “জ্ঞেয়াঃ
 সর্বাদিমধ্যান্তগুবোহত্র চতুষ্কলাঃ । গণাশ্চতুল্লঘুপেতাঃ পঞ্চাৰ্যাদিষু
 সংস্থতাঃ ॥” ইতি “মাত্রা-চ্ছন্দসি চতুঃ বোধ্যাঃ” ইতি ॥ ৯ ॥

এই ‘অষ্টক’ পাঠ করেন, তাঁহার পরমানন্দ স্বরূপ সেই
 শ্রীগৌরাজের নিশ্চল, চরণ-কমল-যুগলে—পাঠের সমকাল
 হইতেই প্রেমের লহরীর উপর প্রবল লহরী উঠিতে
 থাকুক ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রথম অষ্টক সমাপ্ত ।

শ্রী শ্রী চৈতন্য ষটকম্ ।

অথ দ্বিতীয় ষটকম্ ।

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিষজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণং কৃষ্ণাঙ্গং মথবিধিভিরুৎকীৰ্ত্তনময়ৈঃ ।

উপাস্যঞ্চ প্রাহর্যমখিলচতুৰ্থাশ্রমজুষাং

স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরং নঃ কুপয়তু ॥ ১ ॥

জগন্নাথক্ষেত্রায় মাতৃদর্শনার গোড়ম্ আগতশ্চ শ্রীচৈতন্যশ্চ অস্মিন
দ্বিতীয়ে অষ্টকে বর্ণনং — ‘কলৌ’ ইতি । স চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ, নঃ—
অস্মান, কুপয়তু—কৃপাবিষয়ান্ করোতু । চৈতন্যাকৃতিঃ—চিন্মূৰ্ত্তিঃ ।
“আকৃতিশ্চ স্থিরাং রূপে সামান্যবপুষোরপি” ইতি মেদিনীকারঃ ।
পক্ষে—চৈতন্যনাম্না আকৃতিঃ যস্য সঃ শচাপুত্র ইত্যর্থঃ । দেবঃ—
সৰ্ব্বাধিপত্যঃ, পাষাণ্ডিবিজ্জিগীষুশ্চ । স কঃ ?—ইতাপেক্ষ্য আত্ম, —
বিদ্বাংসঃ—“কৃষ্ণবর্ণম্” (১১১/১৩২) ইত্যাদি-বাক্যার্থ-ভাৎ-
পর্যাপ্তাঃ । যং কলৌ—চতুৰ্থযুগে, উৎকীৰ্ত্তনময়ৈঃ—সংকীৰ্ত্তনপ্রদানৈঃ,
মথবিধিভিঃ—ভক্তিযজ্ঞৈঃ, স্ফুটং—সাক্ষাৎ, যজন্তে—অর্চয়ন্তি । যং
কীৰ্ত্তনম্ ?—ইত্যাহ, —কৃষ্ণাঙ্গম্—ইন্দ্রনীলামণিগ্ৰামলাবয়বম্ । এব,
দ্যুতিভরাং, অকৃষ্ণং—পীতং, “কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণম্” ইত্যুক্তেঃ ।
যদ্যপি “ত্বিষাহকৃষ্ণম্” ইত্যুক্তেঃ শুক্ল-কপিলাদিত্বমপি আয়াতি,
তথাপি “আসন্ বর্ণাঙ্গরো হুশ্চ গৃহতোহনুযুগং তনুঃ । শুক্লো
রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥” (ভা ১০৮/১৩) ইতি
শ্রীদশমে গর্গোক্তৌ পারিশেষোণ পীতকাস্তেঃ লাভাৎ উক্তং সৃষ্ট ।
যং ভাষ্যাদয়ঃ বিদ্বাংসঃ, অখিলচতুৰ্থাশ্রমজুষাং—সৰ্বপরিব্রাজাম,
উপাসাং—পূজাং, চ প্রাহঃ—‘সন্ন্যাসকং শঙ্ক শাস্তো নিষ্ঠাশাষ্টি-

কলিযুগে পণ্ডিতমণ্ডলী সংকীৰ্ত্তনপ্রধান ভক্তিবজ্জে
যাঁহার সাক্ষাৎ আরাধনা করিয়া থাকেন । যিনি ‘কৃষ্ণাঙ্গ’—
ইন্দ্রনীলামণির মত শ্যামলাঙ্গ রইয়াও, ‘দ্যুতিভরে’—

চরিত্রং তন্মানঃ প্রিয়মঘবদাহ্লাদনপদং
জয়োদঘোষৈঃ সম্যগ্ বিবচিতশচীশোকহরণঃ ।

পরায়ণঃ” (মুহাভাবতে, দানধর্মে, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে ৬৩)
ইতি যতিরাজং বদন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

প্রিয়ং^১ চরিত্রং তন্মানঃ—শান্তিপুৰধাম্নি প্রতিরথ্যাং প্রতিভক্ত-
গৃহঞ্চ চরিত্তীর্জনং বিস্তারয়ন্ ইত্যর্থঃ । চরিত্রং বিশিনষ্টি,—
অঘবতাং—পাপিনাম্ অতিঃখযোগ্যানাম্, আহ্লাদনম্—আনন্দ-
করণং, পদং—স্থানম্, ইতি পতিতপাবনত্বম উক্তম্ । দেবং বিশিনষ্টি,
—জয়োদঘোষৈঃ—‘জয়োহস্ত পতিতোদ্ধাবিণঃ কৃষ্ণস্যা’ ইত্যোবম্
উচ্চশব্দৈঃ বিবচিতং—কৃতং, স্ব-বিবচ-বিন্নাযাঃ, শচ্যাঃ—স্বমাতুঃ,

কান্তিসমূহে, ‘অকৃষ্ণঃ’—পীত বর্ণ । * বিদ্বান্গণ যাহাকে
সমস্ত ‘চতুর্থাশ্রমসেবীর’—পরিব্রাজকবর্গের পূজ্য বলিয়া
কীৰ্ত্তন করেন, সেই চৈতন্যাকৃতি[†] দেবতা আমাদের
প্রতি অতিশয় করুণা বিস্তার করেন ॥ ১ ॥

ষানি [শান্তিপুরের পথে পথে—প্রতিভক্তের গৃহে
গৃহে] ‘অঘবৎ + আহ্লাদন-পদ’—পাপিগণের পাপনিবারক
সুতরাং আনন্দবর্দ্ধক, শ্রীহরিকীৰ্ত্তনাত্মক প্রিয় চরিত্র

* ‘দ্ব্যতিভবাদকৃষ্ণাঙ্গঃ কৃষ্ণঃ’ এই পাঠই অনেকে বলিয়া থাকেন । অনেক
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও ঐ পাঠই দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু শ্রীল বলদেব
বিদ্যভূষণ মহাশয়ের টীকা দেখিলে উক্ত পাঠ ভ্রান্ত বা কোন কারণে পরিবর্তিত
বলিয়াই বিবেচিত হয় । উল্লিখিত টীকাই আমাদের কথার যথার্থ্য প্রমাণ
করিবে । ৩রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুস্তিত সংস্করণের মূল শ্লোকে
“অকৃষ্ণাঙ্গঃ কৃষ্ণঃ” পাঠ থাকিলেও টীকায় “অকৃষ্ণঃ কৃষ্ণাঙ্গঃ” পাঠেরই ব্যাখ্যা
আছে । আমরা আপন ইচ্ছায় মূলর বা টীকার কোনরূপ পাঠ পরিবর্তন করি
নাই । আজকাল দেশের হাওয়া বড় মন্দ, তাই এত কথা বলিতে হইল ।

† চৈতন্যাকৃতি—চিন্মূর্ত্তি বা চৈতন্য নামক আকৃতি বিশিষ্ট—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্য নামে প্রসিদ্ধ শ্রীশচীনন্দন ।

উদকস্নাত্তিত্ত্বাতিহরতুকুলানিতকটিঃ

স দেবশৈচতন্যাকৃতিরিত্ত্বাতিহরঃ কৃপয়তু ॥ ২ ॥

শোকহরণং যেন সঃ । উদকঃ—উদকঃ, স্নাত্ত্বাস্য—ব. ১, ১, ছাতিং, হরতি—তিরস্করোতি, তিত্ত্বাতিহরঃ যৎ, তুকুলং—গৈরিক-
রতম্ অম্বরং, তেন, কৃতিতা—কৃতিতা, কটিঃ যস্য সঃ । পক্ষে
অধমেব উদ্ভকার্যার্থী বামনোভক্তং কৃতিবাজাতে । স্বজোচ্ছত্বাৎ
স্বভক্তত্বাচ্চ প্রিয়ো মঘবা—ইন্দ্রঃ, তস্য, স্নাত্ত্বাদনং, পদং—ব্যবসায়ঃ,
যত্র তৎ, চবিত—বলিচ্ছলনং তত্ক্ষণাত্তিত্ত্বাতিহরণং, তন্নানঃ । বণৌ
বিবন্ধে সতি দেবকটৈঃ জয়োদ্ভয়োর্ভেদে কৃতিতং, শচ্যাঃ—ইন্দ্রণ্যাঃ,
শোকহরণং যেন সঃ । স দেবশৈচতন্যাকৃতিরিত্ত্বাতিহরঃ ॥ ২ ॥

বিস্তার কারতেছেন । 'পাতিতপনেন শাক্ষণচন্দ্রের জয় হউক
—জয় হউক'—এইরূপ তারতম্যের জয় ঘোষণা করিয়া যিনি
—তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া পিতাশোক সম্যক্ অপনোদন
করিতেছেন । তাঁহার কটিদেশে সন্দোষিত তপনের দু'টি-
বিড়ম্বিত তুকুলে (অর্থাৎ লোহিতবর্ণের গৈরিক বস্ত্রে) আচ্ছা-
দিত, সেই চৈতন্যাকৃতি শ্রেষ্ঠতম আমাদিগের প্রতি
অতিশয় করুণা বিস্তার করুন ॥ ২ ॥

(১) শ্লোকটির একটা অর্থও আছে । বধা,—ইনিই দেুবরাজ ইন্দ্রের
কাষা সাধনের জন্য বামন হইয়াছিলেন । 'পিতাশোক' 'জোষ্ঠ ভ্রাতা' এবং 'ভক্ত বলিয়া
যিনি 'প্রিয়' এমন যে 'মঘবান্—ইন্দ্র' তত্ক্ষণাত্তিত্ত্বাতিহরণপদ—প্রীতিপ্রদ—বলি-
শিগ্রহাদি চরিত্র বিস্তার করিয়াছেন । 'বলিরাজ' 'বন্ধনগ্রস্ত হইলে পর, দেব-
বৃন্দ উচ্চতরে জয়ঘোষণা করিতে থাকেন—ইন্দ্রেরা যিনি শচীর—ইন্দ্রাণির
শোক হরণ করিয়াছেন । সেই পিতাশোকের কারণে চিন্ময়শিগ্রহ দেবতা আমা-
দিগের প্রতি অতিশয় কৃপা প্রকাশ করুন ।

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকা
 রসস্তামং হস্তা মধুরম্পত্তেভাভুং কস্যাপ যঃ ।
 রুচং স্বামাবব্রে কৃতিমহ তদায়াং প্রকটয়ন্
 স দেবশ্চেতন্যা কৃতিতবরাং নঃ কৃপয়ত্ ॥ ॥

নঃ কুতুকাবগা : কস্যাপঃ, “কুতে কুলো ধন্যমুভিঃ”
 ইত্যাদি স্বরণাং, অস্যা কুতুকা তদযুগাবগাবস্য গোবস্তং
 কুতুকা তত্রাহ,—‘অপা ম কৃতি। কস্য অপি প্রণয়িজন
 বৃন্দ ব্রজাঙ্গনালক্ষণস্য স্নিগ্ধক নিচয়স্য, কন্ অপি—
 অনির্বাচ্যং, মধুরং—শৃঙ্গারাপর্বাং যঃ, রসস্তামং হস্তা,
 উপাভোগং—স্বয়ং তদ্ব বেন আবাদয়িতুং, স্বাং, কৃচিং—
 জ্যামি, আবব্রে—পিদ্যে। চিং কুর্কন ৭—ইত্যাহ,—তদায়াং
 কৃতিমহ তদায়াং, কৃতিং, প্রকটয়ন্—উপরি প্রকাশয়ন্।
 অনোহি চৌঃ স্বরূপম আবৃত্য চৌবষটীতি প্রসিদ্ধমেৎ।
 কৃতিবশোভং সূচয়তি,—‘যদা পত্নঃ শাতে কুলবৎ কর্তাব-
 মীশং শকমং ব্রক্ষ্যোনিম” (মুণ্ডকোপনিষদ ৩।১।৩) ইত্যাদি।
 এনং কৃতিচকার ৭—তদা—‘কতুকা’ ইতি—তদাং ভাবা-
 স্বাদে বিনোদবান; “কে কুতুকাং বিনাদঃ স্যাং কুতুকা কুতু-
 হলম” ইতি হলাযুগঃ। যঃপি উৎস্বতেঃ প্রতিকলিযুগাম-
 ভাবঃ শামলঃ, তস্যাপি বৈবসং মন্বন্তবগতাষ্টাবিশাং কস-চতু-
 বুগীয় গণিদ্ভায়াং স্বয়ং কববান্ কষ এব স্বপ্রেয়স্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ
 কাঙ্ক্ষিতবাল্যাং স্বকাঙ্ক্ষিতাবৌ সনাতনয়ন্ অনততারেতি সাক্ষরঃ;
 “কুলবৎ” ইত্যাদেঃ, “আসন্ বর্ণাস্তমঃ” ইত্যাদেষ্। এনম্

[আপন স্বরূপ গোপনই চৌরের স্বভাব ।] এই
 কলিযুগে যিনি কৌতুহলপরবশ হইয়া কোন প্রণয়জন-
 বৃন্দব ব্রজাঙ্গনালক্ষণ স্নেহময় ভক্তনিচয়ের, কোন
 অনির্বচনীয় মধুর রস-রাগি অপহরণ পূর্বক উপাভোগ

অনারাধ্যাঃ প্রীত্যা চিরমস্বরভাবপ্রণয়িনাং
 প্রপন্নানাং দৈবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি ৷
 অজস্রং যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দমধুরঃ
 স দেবশ্চৈতন্যাকৃতরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪ ॥

অভিপ্রেত্যেব “ছঃ কুলো যদভবাস্বয়ুগোহথ স স্বম্” (ভা ৭।২।৩৮)
 ইতি প্রহ্লাদোক্টিশ্চ উপপদ্যত ॥ ৩ ॥

নতু এবং শ্রীচৈতন্যস্য সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্বে নির্ণীতেহপি কেচিৎ
 তত্ত্বদেশনাসিনো বিপ্রাঃ তস্মিন্ যতিভাবকৃতপ্রীতিমন্তোহপি কৃতঃ
 তথাত্বঃ ন সগৃহঃ ?—তত্রাহ,—‘অনারাধ্যাঃ’ ইতি । অস্বরভাব-
 প্রণয়িনাম্—আসুর প্রকৃतीনাং তামসদেবতাভক্তিভাজাং, চিরং
 তাদৃক্ প্রীত্যা অপি, অনারাধ্যাঃ—সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্বেন অগ্রাহ্যঃ ।
 দৈবীং প্রকৃতিং প্রপন্নানাং তু, অধিদৈবম্—আরাধ্যদেবঃ, স্
 যঃ অজস্রং জয়তি, তদ্বাসিনাম্ এব সাত্বিকপ্রকৃतीনাং বহুনাং
 তথাৎনৈন স গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ । ত্রিজগতি—ত্রিলোক্যাং, নতু এক-
 স্মিন্বেব ভূমণ্ডলে ইত্যর্থঃ । শ্রীমান্—লক্ষ্মীপতিঃ । “দৌ ভূতসর্গৌ
 লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ । দিষ্ণুভক্তিপরো দৈব, আসুর-

করিবার নিমিত্ত তাহাদিগেরই কান্তি উপরে প্রকাশ করিয়া
 আপনার কান্তিকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, সেই চৈতন্য-
 কৃতি দেবতা আমাদের প্রতি অতিশয় করুণা বিস্তার
 করুন ॥ ৩ ॥

[এ সংসারে দুই প্রকার প্রকৃতির লোক আছে,
 —দৈবী এবং আসুরী ।] যাহারা অসুর ভাব প্রণয়ী—
 আসুর প্রকৃতির অনুগত, স্তবরাং সেই প্রকৃতির প্রেরণায়
 যাহারা তামস দেবতায় ভক্তিমান্, তাহাদের চির-সঞ্চিত
 সেই প্রীতি ভক্তিতেও যিনি ‘অনারাধ্যা’—ঈশ্বর বলিয়া
 গ্রহণীয় হন না । কিন্তু যাহারা দৈবী প্রকৃতির অনুগত,

গতির্যঃ পুণ্ড্রাণাং প্রকটিতনবদ্বীপমহিমা

ভবেনাংলংকুর্কবন্ ভুবনমহিতং শ্ৰোত্রিয়কুলম্ ।

স্তত্রিপর্য্য : ॥” ইতি বিষ্ণুধর্ম্মাৎ । তথাচ কৈশ্চিত্তথাৎসেংগৃহী-
তেংপি ন কাচিৎ ক্ষতিবিত্তি ॥ ৪ ॥

গতিরিত্তি । নবদ্বীপস্য দক্ষিণতঃ কুলীনগ্রামোপাস্তে পুণ্ড্রা-
নাম দেশঃ, তদ্বানাং পৌণ্ড্রানাং যো দেশঃ, গিঃ—সাধা-সাপন-
ভূতঃ, নিস্তারক ইত্যর্থঃ । তত্রত্যাঃ সর্বে তং সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্বেন
ভেজ্জ্বিত্তি ভাঃ । যঃ কীদৃক্ ?—চত্যাঃ,—প্রকটিতেতি ।
গঙ্গাদেশবাত্তি বিদ্বদেগাষ্ঠা চ অলঙ্কৃতস্যাপ প্রাকৃত্ত্বেন উচ্যমানস্য
নবদ্বীপস্য তত্র প্রাদুর্ভূতেন যেন মহিমা প্রকটিত্তঃ । ‘বৃন্দাবনস্য
প্রকাশবিশেষম্’ ইতি পুণ্ড্রাণা তত্ত্বজ্ঞেস্ত্ব প্রকাশিত্ত্বার্থঃ

র্ত্যাহাদের আরাধ্য দেবতারূপে যিনি ত্রিভুবনে বিশেষরূপে
জয়যুক্ত হইতেছেন । সেই ‘শ্রীধাম’—লক্ষ্মীকান্ত এবং
‘সহজানন্দমধুব’—স্বাভাবিক আনন্দ মনোজ্ঞমুক্তি, চৈতন্য-
কৃতি দেবতা আমাদের প্রতি অতিশয় করুণা বিস্তার
করুন ॥ ১ ॥

যিনি পুণ্ড্রগণের * ‘গতি’—নিস্তারকর্ত্যা । অর্থাৎ
পুণ্ড্রদেশবাসিগণ একলেই যাহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে
উপাসনা করিয়াছিলেন । শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া
যিনি তথাকার মহিমা প্রকট করিয়াছেন, অর্থাৎ ‘এই
নবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবনেরই প্রকাশবিশেষ’—আপন আবির্ভাব-
দ্বারা তত্ত্বজ্ঞের হৃদয়ে যিনি এইভাবে শ্রীধাম নবদ্বীপের

* শ্রীধাম নবদ্বীপের দক্ষিণদিকে ‘পুণ্ড্র’ নামক দেশ । সেই দেশবাসী
গোপজাতিবিশেষ এখানে ‘পুণ্ড্র’ নামে অভিহিত হইয়াছে ।

পুনাত্যঙ্গীকারাদ্ভুবি পরমহংসাশ্রমপদং
 স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫ ॥
 মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃতরসং
 দৃশোদ্বারা যস্তং বমতি ঘনবাস্পান্মুমিষতঃ ।

যঃ, শ্রোগ্রিয়কুলং—বৈদিকবিপ্রবংশং, ভবেন—স্বজন্মনা, অলং-
 কুর্ষন—ভূষণন, পরমহংসাশ্রমপদং—সন্ন্যাসচিহ্নম্, অঙ্গীকারাৎ
 স্বীকৃত্য পুনতি । নহি তস্য সন্ন্যাসগ্রহণে কাঞ্চং ফলং, কিন্তু
 ভক্তিসাংকরণেন তৎপরিশুদ্ধিরেবেতি ॥ ৫ ॥

ভাবমগ্নতাং বর্ণয়ন বিশিষ্ট, —মুখেনেতি । অগ্রে — প্রথমং, মধুরং
 নামামৃতরসং, মুখেন—আগেন, যঃ পীত্বা, ঘনবাস্পান্মুমিষতঃ—
 নিবিড়-নয়ন-জল-চ্ছলেন, দৃশোঃ দ্বারা, তং—নামামৃতরসং, বমতি—
 উদ্গিরতি । কিমর্থম্ ?—ইতাপেক্ষাহ, —ভুবি—পৃথিব্যাং, প্রেম্ণঃ,

পূজ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন । জন্ম-গ্রহণদ্বারা যিনি
 ভুবনবন্দিত বৈদিক বিপ্রবংশকে বিভূষিত কারয়া—সন্ন্যাস-
 চিহ্নকে অঙ্গীকার দ্বারা পবিত্র করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার
 সন্ন্যাস গ্রহণের কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ভগবন্তক্তির
 সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়া উক্ত আশ্রমকে বিশুদ্ধ করাই
 উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জগুই যিনি পবিত্র
 ভ্রাক্ষণ-শরীর পরিগ্রহণ পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন ।
 সেই চৈতন্যাকৃতি দেবতা আমাদিগের প্রতি অতিশয়
 করুণা বিস্তার করুন ॥ ৫ ॥

যিনি এই পৃথিবীতে প্রেমের তত্ত্ব পরিচিত করিবার
 নিমিত্ত, মধুর নামামৃতরস অগ্রে মুখ দ্বারা পান করিয়া,
 পরে নিবিড় নয়ন-জলের ছলে নয়নদ্বারা দিয়া [নীরবে]

ভূবি প্রেমগুস্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লাসিততনুঃ

স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৬ ॥

তৎ—স্বরূপং, প্রকটয়িতুং—গোপ্রায়তুং; “তৎ বাদ্যপ্রভেদে স্যাৎ
স্বরূপে পরমাত্মনি” ইতি বিখ্যঃ। ভগবনামকীর্তনমেব তৎ প্রেমা ভবে-
দিতি বোধ্যমিতি ত্যর্থঃ। ন চ জুগুপ্সাম্লীলমিদং ‘বমতি’-পদং, গৌণ-
বৃত্তিতায়ামু অশ্লীলানঙ্গীকারাৎ। অপহু তিরলঙ্কারঃ,—প্রকৃতং
নামামৃতরসপানানুভাবম্ অশ্রু প্রতিষেধা তস্য তদ্রসত্বেন
স্থাপনাৎ। “প্রকৃতং প্রতিষেধাত্বং স্থাপাতে সা ত্বপহু তিঃ” ইতি
তল্লঙ্ঘনাৎ ॥ ৬ ॥

তাহাকে বষণ করিতেছেন, সেই প্রেমপুলকিত-বিগ্রহ
চৈতন্যাকৃতি দেবতা আমাদের প্রতি অতশয় করুণা
বিস্তার করুন ॥ ৬ ॥ [১]

(১) প্রেমের স্বরূপ অনিচ্ছনীয়,—প্রাকৃত ভাষায় তাহার বর্ণনা হয় না।
তবে হয় কিম্বে,—কোন ভাষায়? হয়, ভাব-বিভোর ভক্তের পুলকিত অঙ্গে
এবং অপাঙ্গের অশ্রুতরঙ্গে। নীরব অশ্রুগোষাতেই প্রেমের পরিচয় প্রদত্ত
হইয়া থাকে। প্রেমময় প্রভু আমার প্রাণ ভরিয়া নামমুখা পান করিয়া
বিভোর হইয়াছেন, অনর্গল প্রেমের জল নয়ন দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে;
সকল শরীর পুলককদম্বে ছাইয়া গিয়াছে;—আর এই নীরব ভাষাতেই তিনি
জগতে প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। ঘনীভূত ভাবই হইল—প্রেম।
সেই প্রেমের পরিচয় ভাবের বিকশি বাতীত প্রদত্ত হইতে পারে কি? তুমি
ঐ ভাববিভোর প্রভুকে দেখ। যদি যথার্থ দর্শন-সামর্থ্য থাকে, ভাল করিয়া
দেখ,—কেবল নয়ন দিয়া নয়, মন দিয়া প্রাণ দিয়া—সকল ইন্দ্রিয় দিয়া—
সকল হৃদয়ের সহিত আপনাকে এক করিয়া দেখ। দেখিবো কি?
দেখিবে,—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীঅশ্রুপ্রবাহ তোমাকে নীরব সম্ভাষণে
বলিতেছেন,—ভাইরে, ‘প্রেম আর কিছুই নয়; কপটতা ছাড়িয়া তুমি
আমার মত প্রাণ ভরিয়া শ্রীহরির নাম গান কর, সেই নামের গুণে যখন তোমার
মন প্রাণ গলিয়া নয়নদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে,—সকল শরীর রোমাঞ্চে
পরিপূরিত হইবে, তখনই তুমি আপনা আপনি প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে
পারিবে। এই প্রাণগলানো—চোখভাসানো নাম-কীর্তনই হইতেছে—‘প্রেম’—
প্রেমের ঐকট মূর্ত্তি বা প্রেমের প্রধান পরিচায়ক।

তনুমা বিকুর্ষবন্ নবপুরটভাসং কটিলসৎ-

করঙ্কালঙ্কারস্তরুণগজরাজাঙ্কিতগতিঃ ।

প্রিয়েভো যঃ শিক্ষাং দিশতি নিজনির্ম্মালক্ৰুচিভিঃ

স দেবশ্চ তন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৭ ॥

তার্থায় ব্রহ্মণ্ডং বর্ণয়ন্ বা শনষ্ট, — তনু মতি । নবমা—দাহো-
 ত্তীর্ণমা, পুরটমা—সুবর্ণমা, টব ভাঃ যমাঃ তাং, তনং—মুষ্টিম্,
 আবিবিকুর্ষবন্—প্রদর্শয়ন্ । পণিকহে হি সর্বেষাং তদর্শনং সাৎ,
 ইতি কাকনিকত্বং বাঙ্গম্ । কটৌ নবকৃতথা লসন্, করঙ্কালঙ্কারঃ—
 নানিকে-ফলাষ্টিরচি তম্ অম্বুপাত্রং যমা সঃ ; “নারকেলজঃ
 করঙ্কঃ” ইতি হৈমঃ । নিজাঃ—স্বকীয়ঃ, নির্ম্মালোষু—ভগবৎ-
 প্রসাদেষু মালাদযু, যঃ, ক্ৰচয়ঃ—অভিপ্ৰীতঃ, তাভিঃ, প্রিয়েভাঃ
 —স্বশ্ৰুভাঃ, শিক্ষাং যঃ দিশতি—ভবাত্তঃ এবমেব তেষু আদরো
 বিধেয়ঃ’ ইতি শিক্ষয়তীতার্থঃ ॥ ৭ ॥

[পথে গমন করিলে সকলেই আমাকে দেখিতে পাইবে,
 এইভাবে যিনি করুণা করিয়া তার্খযাত্রায় চলিয়াছেন ।] ১৩-
 কালে যিনি অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের গায় সমুজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তি আবি-
 কৃত করিয়াছেন । যাঁহার কটীতে নারকেলমালার জল-
 পাত্র অঙ্কারের মত শোভা পাইতেছে । যুবক গজরাজের
 মত যিনি ভাবভরে হেলিয়া ছুলিয়া চলিয়াছেন । [তীর্থপথে
 দেবালয়ে দেবালয়ে] শ্রীভগবানের প্রসাদ ও মালাদি
 নির্ম্মাল্যে অনুরাগ দেখাইয়া যিনি আপন প্রিয়বর্গকে—
 “তোমরাও এইরূপে ভগবন্নির্ম্মাল্যে আদর করিও”—এই-
 রূপ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেবতা
 আমাদের প্রতি অতিশয় করুণা বিস্তার করুন ॥ ৭ ॥

স্মিতলোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
 গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি ।
 পদালম্ভঃ কংবা প্রণয়তি নহি প্রেমনিবহং
 স দেবশ্চেতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৮ ॥
 শচীসুনোঃ কীর্তিস্তবকনবসৌরভ্যানিবিড়ং
 পুমান্ যঃ প্রীতাত্মা পঠতি কিল পদ্মাক্ষকমিদম্ ।

ানাথকলাগকল্পং বর্ণয়ন বিশিষ্ট — স্মিতেতি । যস্য,
 স্মিতালোকঃ—স্মিতপূর্বকঃ কুশাকটাক্ষঃ, জগতাং—তবন্তি প্রাণিনাং,
 শোকং হরতি । যস্য, গিরাং তু প্রারম্ভঃ—সস্তাষণোপক্রমঃ,
 জগতাং, কুশলপটলাং—কল্যাণসংহতিং, পল্লবয়তি—বিস্তারয়তি ।
 যস্য, পদালম্ভঃ—চরণাশ্রয়ণং, কংবা জনং, প্রেমনিবহং—কৃষ্ণ-
 প্রেমসম্বন্ধিং, ন প্রণয়তি?—অপিতু সর্বং জনং তং প্রাপয়-
 তীত্যথঃ ॥ ৮ ॥

অষ্টকপাঠফলমাহ,—শচীতি । যঃ পুমান্ ইদং শচীসুনোঃ
 পদ্মাক্ষকং পঠতি এতং—জনং, স লক্ষ্মীবান—শচীসুন্মঃ, অনুপদং—

যাঁহার মুহু মধুর-হাস্য মাথা কৃপা-কটাক্ষ জগদ্বাসি-
 জনগণের সকল প্রচুর শ্লোক হরণ করিয়া থাকে । যাঁহার
 বাক্যের প্রারম্ভ (সস্তাষণের উপক্রম) জগতের কল্যাণরাশি
 বিস্তার করিয়া দেয় । যাঁহার শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ
 কোন ব্যক্তিকে প্রচুর কৃষ্ণ-প্রেমের অধিকারী না
 করে?—অর্থাৎ উচ্চ নীচ পণ্ডিত মুর্থ—সকলকেই সমভাবে
 কৃষ্ণ-প্রেমের অধিকারী করে । সেই চৈতন্যাকৃতি দেবতা
 আমা দগের প্রতি অতিশয় করুণা বিস্তার করুন ॥ ৮ ॥

যে মানব আন্তরিক প্রীতি সহকারে শ্রীশচীনন্দনের
 এই পদ্মাক্ষক—যাহাতে তাঁহার কীর্তি-কুসুম-গুচ্ছের অভি-

স লক্ষ্মীবানেতং নিজপদসরোজে প্রণয়িতাং
 দদানঃ কল্যাণামনুপদমবাধং সুখয়তু ॥ ৯ ॥
 ইতি শ্রী চৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়াক্ষকং সমাপ্তম্ ॥

সদা. সুখয়তু। চিং কুর্বানঃ সন্ ৭—ইত্যাহ,—নিজপদসরোজে,
 প্রণয়িতাং—প্রীতিং, দদানঃ সন্। স্মৃতাথম্ অ৩২ ॥ ৯ ॥

নব সৌরভ উছালিয়া উছলিয়া পড়িছে—এই পদ্যাক্ষক
 পাঠ করেন, লক্ষ্মীনাথক সেই শচীতনয় তাঁহাকে আপন
 চরণকমলে কল্যাণজননী প্রীতি প্রদান পূর্বক, সর্বদা
 বাধাবিহান সুখের অধিকারী করুন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দ্বিতীয় অক্ষক
 সমাপ্ত হইল ॥

শ্রী শ্রী তৈত্তর্যাকম্ ।

অথ তৃতীয়াকম্ ।

উপাসত পদান্ব জস্বমনুর ভরুদ্রাদি ভঃ
 প্রপদ্য পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্ভাজিতঃ ।
 সমস্তনতমগুণীক্ষুরদভীষ্টকল্পক্রমঃ
 শচাস্ত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ ॥ ১ ॥

অর্থ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিরাগমানং চৈতত্ত্বদেবং পশ্যান্
 স্তৌণি.—উপাসিতে ন্যাদিতঃ । হে শচীপুত্র ! হে প্রভো ! হে
 মুকুন্দ ! ত্বং মন্দে ময়ি কৃপাং কুরু । কৌদৃশঃ ত্বম্ ?—ইত্যপেক্ষা আহ,
 —অমুরভীষ্টঃ—আচার্যাদিরূপতয়া স্থিতৈঃ রুদ্রাদিভিঃ, উপাসিতে
 পদান্বজ যশ্চ সঃ । পুরুষোত্তমং, পদং—স্থানং—ক্ষেত্রং, প্রপদ্য—
 প্রাপ্য, উদ্ভাজিতঃ—বিদ্যোত্তমানঃ, অদভ্রং—শ্রেষ্ঠম্ । যদ্বা,
 পুরুষোত্তমং—জগন্নাথং, পদং—বস্তু, প্রপদ্য—তৎপ্রপাদিত্বং কৃত্বা,
 উদ্ভাজিতঃ—কচ্ছদিবিতার্থঃ । নতমগুণী—স্বভক্তগণঃ । “মগুণঃ
 পরিণৌ কুষ্ঠে দেগে দ্বাদশরাজকে । ক্রাবেৎথ নিবহে বিম্বে ত্রিষু
 পুংস তু কুরুবে ॥” হৃৎ মেদেনাকারঃ । ১ ॥

ওহে শচীনন্দন ! রুদ্রাদি দেবতা আচার্য্যাদিরূপে অমু-
 রাগভরে তোমার চরণ সরোজের সেবা করিয়া থাকেন ।
 শ্রেষ্ঠ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে লাভ করিয়া (অথবা
 পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথকে আশ্রয় করিয়া) তুমি সমধিক
 শোভাসম্পন্ন হইয়াছ । সমস্ত ভক্তমগুণীর সমক্ষে তুমি
 সর্বভাষ্ট প্রদী কল্পরূপে স্মৃতি পাইয়া থাক । প্রভু হে
 —মুকুন্দ হে, আমি অতি মন্দ, আমার প্রতি কৃপা
 প্রকাশ কর ॥ ১ ॥

নু বর্ণায়তুম শতে গুরুতরাবতারায়িতা
 ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্বভৌমাদয়ঃ ।
 পরো ভবতু তত্র পঃ পটুরতো নমস্তে পরঃ
 শচীশ্রুত! ময়ি প্রভো! করু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্ ॥ ১ ॥

প্রভোঃ স্তবে স্বশ্রু অসামর্থাৎ দর্শয়মাং,—‘মু’ ইতি । হে
 শচীশ্রুত । সার্বভৌমাদয়োহপি ভবন্তঃ, বর্ণায়তুং—স্তোতুং, ন
 ক্রমতে—সমর্থা ন ভবন্তি, কৌদৃশাঃ তে?—ইত্যাহ,—গুরুতরাঃ—
 সর্বমুনি-শ্রবণঃ, চ তে, অবতারাঃ চ—দত্তাত্রেয়-বাদরায়ণাদয়ঃ,
 তে ইব আচরন্তি ইতি ‘গুরুতরাবতারায়িতাঃ’; কর্তৃক্যাঙস্তাৎ
 ‘কর্তরি ভঃ’ । উরুবুদ্ধয়ঃ—অতিস্বল্পধরঃ । তাদৃশোহপি যদ্বর্ণনে
 ন ক্ষমাঃ, তত্র, পরঃ—অঙ্গাঃ, পটুঃ—নিপুণঃ, কো ভবেৎ? ন
 কোহপীতি ভাবঃ । অনঃ সর্বাধরশ্রু বুদ্ধিহীনশ্রু মে, তে—তুভাং,
 পরং—কেবলং, নমঃ—অঙ্গু, নত্ বর্ণনোদামঃ ই ত ভাবঃ ॥ ২ ॥

ওহে শচীনন্দন! যাঁহারা সর্ব মুনিবৃন্দের গুরু এবং
 অবতার, সেই দত্তাত্রেয় বেদব্যাসাদির মত বিশুদ্ধ ও সুক্ষ্ম-
 বুদ্ধি সম্পন্ন সার্বভৌমভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ তোমাকে
 বর্ণনা করিতে—তোমার স্তব করিতে যখন সমর্থ হন না,
 তখন সে বিষয়ে অপর কে-ই বা সমর্থ হইবে? সুতরাং মহা
 অধম মহা বুদ্ধিহীন আগার কেবল তোমার উদ্দেশে প্রণামই
 হউক, [বর্ণনা প্রয়াসে প্রয়োজন নাই] । প্রভু হে,—মুকুন্দ
 হে, আমি মহা মন্দ, আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর ॥ ২ ॥

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্বিরপ্যাহিতং
 স্বয়ং বিবৃতং ন যদগুরুতরাবতারান্তরে ।
 ক্ষিপন্নসি রদাম্বুধে ! তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
 শচীস্বত ! নয় প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ ॥ ৩ ॥

নমু তাদৃশান্তে তদ্বর্ণনে কুতঃ অক্ষমাঃ ?—তত্রাহ,—ন যদিতি ।
 শ্রুতৌ—বেদে, তচ্ছিরাভূতান্তিঃ উপনিষদ্বিঃ, যৎ—ভক্তিরত্নং,
 কথম্ অপি, কেন অপি—ভক্তিস্বরূপপ্রকাশকেন—প্রকারেণ, ন
 আহিতং—ন অর্পিতং, ন বর্ণিতম্ ইত্যর্থঃ । তা হি—“শ্রদ্ধা-ভক্তি-
 ধ্যানযোগাদবেহি” (কৈবল্য ১২) “যদ্যং দেবে পরা ভক্তিঃ”
 (শ্বেতাশ্বতর ৬২৩), “ভক্তিরস্য তজনম্” (গোপীপাতাপনী,
 পূর্বভাগ ১১৪), ইত্যাদিভিঃ মুদিতবৎ তদবস্থাপন্নত্বাতি ভাবঃ ।
 স্বয়ং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেণ চ, যৎ—ভক্তিরত্নং, গুরুতরাবতারান্তরে—
 দত্তাত্রেয়-বাসাদি-প্রভূর্ভাবমধ্যে, ন বিবৃতম্ ; কস্যযোগয়োঃ অদ্বৈত-
 চ্ছায়ামাশ্চ অন্তরাস্তমোক্তা। তদ্বাক্যেণ গুরুভক্তে বিবৃত্যগাভাৎ ।
 তৎ ত্বম্ ইহ ক্ষিতৌ ধাক্তরাশিষিব ক্ষিপন্নসি । বেদেন ভগবতা চ
 গোপিতানি ভক্তিরত্নানি এবং বিকিরতঃ তে মহোদারস্য বর্ণনং
 সর্বদুঃশকমিতি ভাবঃ । এতন্ উক্তং—“ক মা নিরঙ্কুশকৃপা ক
 তদবৈভমমদুতম্ । ক মা বৎসলতা শৌরে ! যাদৃগ্গৌরে তবা-
 শনি ॥” ইতি প্রবোধানন্দৈঃ ॥ ৩ ॥

ওহে শচীনন্দন ! বেদে কিংবা তাহার শিরোভাগ
 উপনিষদে যে ভক্তিরত্নের কথা—যাহাতে সকলে গ্রহণ
 করিতে পারে এমন কোন একটা প্রকারেও বর্ণিত হয় নাই;
 স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও দত্তাত্রেয় বাস প্রভৃতি গুরুতর
 অবতারে যে ভক্তিরত্ন প্রকাশ করেন নাই; রস-সাগর
 শ্রীগৌরান্ধ হে ! ভাবোধেল তুমি সেই ভক্তিরত্ন ধরণীর

নিজ প্রণয়বিস্মুরনটনরঙ্গবিস্মাপিত

ত্রিনেত্র ! নতমগুলপ্রকটিতাপুরাগামৃত ! ।

অহঙ্কৃতিকলঙ্কিতোদ্ধতজনাদিদুর্বেোধ হে !

শচীশ্রুত ! ময়ি প্রভো ! করু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ ॥ ৪ ॥

নিজেতি—ত্রীণ্যত্র সম্বন্ধান্তানি । নিজ—স্বপ্নিন কৃষ্ণাত্মনি,
যঃ, প্রণয়ঃ—ভাববিশেষঃ, তেন, বিস্মুরৎ—উদয়মানং যৎ নটনং,
তত্র যঃ, রঙ্গঃ—আশ্চর্য্যতাজ্ঞানং, তেন বিস্মাপিতঃ, ত্রিনেত্রঃ—
শিবঃ—তদবতারোহদ্বৈতাচার্য্যঃ, যেন, হে তথাভূত ! । “রঙ্গঃ
স্যাৎদত্ততজ্ঞানে জঙ্গমেঙ্গিতয়োৰপি” ইতি বিশ্বঃ । “অহঙ্কৃতিঃ—
আভিজাত্য-পাণ্ডিত্যাদি-হেতুকঃ অভিমানঃ, তেন, কলঙ্কিতাঃ—
লাঙ্কিতাঃ, যে উদ্ধতজনাঃ, তৈঃ দুর্বেোধ হে শচীশ্রুত ! । “কল-
ঙ্কাকৌ লাঙ্কনঞ্চ চিত্তং লক্ষ চ লক্ষণম্” ইতি অমরঃ । “অহঙ্কার-
বিযুক্তানাং কেশবো নহি দুৰ্গঃ । অহঙ্কারযুতানাঙ্ক মধ্য-
পর্কতকোটয়ঃ ॥” ইতি শ্বতেঃ । স্কুন্দ্ৰম্ অন্যৎ ॥ ৪ ॥

চারিধারে ছড়াইয়া ফেলিতেছ । প্রভু হে,—মুকুন্দ হে, আমি
মহা মন্দ, আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর ॥ ৩ ॥

ওহে শচীনন্দন ! তোমার আপনার প্রতি—স্বকীয়
স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ‘প্রণয়’—ভাববিশেষ, তাহাতে
যে নর্তনের তরঙ্গ উথিত হইতেছে, তাহা মহা রঙ্গে
ভরা—সে যেন কি এক আশ্চর্য্যভাবে মাখানো । সেই
রঙ্গ দেখাইয়া তুমি ‘ত্রিনেত্র’—শঙ্করাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-
প্রভুকেও বিস্ময় নিমগ্ন করিয়াছ । প্রণত ভক্তমগুলীর
প্রতি তুমি অনুরাগের অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাক । আর,
যাহারা সংকুল-পাণ্ডিত্য ধনাদির অভিমানে আত্মহারা,
সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তির তুমি দুর্বেোধ,—তাহারা তোমায়

ভবান্তি ভুবি যে নরাঃ কলিতহৃক্ষুলোৎপত্তয়-
স্তুমুদ্রসি তানপি প্রচুরচারুকারুণ্যতঃ ।

ইতি 'প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাশ্রিতস্তামহঃ

শচীস্বত! ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্ ॥ ৫ ॥

মুখাম্ জপরিস্থলনম্ তুলবাঙ্গধূলারস-

প্রসঙ্গজনিতাখিলপ্রণতভৃঙ্গরঙ্গোৎকর! ।

নহু মন্দে ত্বয়ি মংকৃপা কথং স্যাৎ?—তত্রাহ—ভবন্তীতি ।
যে নরাঃ ভুবি, কলিত-হৃক্ষুলোৎপত্তয়ো ভবন্তি—হৃক্ষুলোৎপত্তি-
ভাজো বর্তন্তে, তান্ অপি—হৃক্ষুলীনত্বাৎ পি পাচারান্, ত্বং সমুদ্রসি ।
কুতো হেতোঃ?—ইতাহ,—প্রচুরেতি । কমনীয়কৃপা-নির্ভরাৎ
ইত্যর্থঃ । যত এবম্, অতঃ ত্বম্ অহং, প্রমুদিতান্তরঃ—প্রসঙ্গ-
চিত্তঃ সনু, শরণম্, আশ্রিতঃ—প্রাপ্তোহস্মি । তাদৃশস্যাপি মে
নিস্তারো ভাবীতি ॥ ৫ ॥

মুখেতান্ন সম্বোধনদ্বয়ম্ । মুখাম্ কৃপাৎ পরিস্থলন—ক্ষরন, যঃ,
মুতুল-বাঙ্গ-মধূলী-রসঃ—কামল-বাণী-মকরন্দ-দ্রবঃ, তাস্মিন্ যঃ,

বুঝিতে পারে না, তাহাদের সমক্ষে তোমার প্রকৃত স্বরূপ
প্রচ্ছন্ন থাকে । প্রভু হে—মুকুন্দ হে, আমি মহা মন্দ, আমার
প্রতি কৃপা প্রকাশ কর ॥ ৪ ॥

ওহে শচীনন্দন! এই পৃথিবীতে যে সকল মানব মহা
নৌচ ফুর্গে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, স্তুরাং মহা পাপাচারে প্রবৃত্ত
রহিয়াছে, দেখিতে পাই, তোমার সেই অবিবল অনর্গল
কমনীয় কৃপা-প্রভাবে তুমি তাহাদিগকেও উদ্ধার করিয়া
থাক । এই কারণেই আমি আনন্দিত হইতে তোমার শরণ
গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি । প্রভু হে,—মুকুন্দ হে,
আমি মহা মন্দ, আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর ॥ ৫ ॥

সমস্ত জনমঙ্গল প্রভবনামরত্নাশ্বুধে !

শচীশ্রুত ! ময়ি প্রভো ! কুর্কি মুকুন্দ ! মন্দে কুপাম্ ॥ ৬ ॥

মৃগাক্ষমধুরানন ! স্ফুরদনিদ্রপদ্যেক্ষণ !

স্মিতস্তবকসুন্দরাধর ! বিশঙ্কটোরস্তট ! ।

প্রসঙ্গঃ—গাঢ়াসক্তিঃ, তেন জনিতঃ অখিলানাং প্রণত-ভূষণাং,
রঙ্গোৎকরঃ—বিশ্বয়-জ্ঞান-নির্ভরঃ, যেন, হে তথাভূত ! । সম-
স্তানাং—নানাবিধানাং, জন-মঙ্গলানাং প্রভবো যেষ্যঃ, তথাভূতানাং
নাম-রত্নানাং অশ্বুধে হে শচীশ্রুত ! ॥ ৬ ॥

রূপং নিরূপয়ন্ সস্বোধয়তি — মৃগাক্ষেতি । মৃগাক্ষঃ—চন্দ্রঃ, তদ্বৎ,
মধুরম্—আহ্লাদ-প্রকাশাত্যাং কচিরম্, আননং—মুখং, যস্য, হে
তাদৃশ ! । স্ফুরন্তী—বিরাজন্তী, যে অনিদ্রে—প্রফুল্লো, পদ্যে, হে

ওহে শচীনন্দন ! ভূজের রঙ্গ পদ্মমধুর প্রসঙ্গে । তোমার
মুখকমল হইতে রসরূপে যে কোমল কথা মধু ক্ষরিত হই
তেছে, প্রণত ভক্তভূজগণ আসক্তি সহকারে তাহা পান
করিয়া করিয়া প্রচুর রঙ্গ পাইতেছেন, আর বিশ্বয়ে বিশ্বয়ে
অভিভূত হইতেছেন,—প্রাণেপ্রাণে কেবলই বলেন—আহা
আহা কি চমৎকার !—কি চমৎকার ! কেবল তাহাই
নহে, তুমি আবার সকল শ্রেণীর সকল লোকের পরম
মঙ্গলের আকর নামরত্নের রত্নাকর ।* প্রভু হে—মুকুন্দ
হে, আমি মহা মন্দ, আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর ॥ ৬ ॥

ওহে শচীমন্দন ! কি দিব্য জ্যোতিতে কি আহ্লাদ-
কছে—তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলেরই সদৃশ সুমধুর ।

* অর্থাৎ তোমার মুখের সদৃশপদেণ শুনিয়া তোমার তবজ্ঞ অমুগত স্তবের
বেশন আনন্দ, আবার তোমার মুখের নামগান শুনিয়া স্তব-অস্ত-উচ্চ-নীচ—
সকলেরই তেমনি পরম কল্যাণ ।

ভুজোকৃতভুজঙ্গমপ্রভ ! মনোজকোটিদ্যুতে !
 শচীস্বত ! ময়ি প্রভো ! করু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ ॥৭॥
 অহং কনককেতকীকুসুমগোর ! দুষ্টঃ ক্ষিতৌ
 ন দোষলবদর্শিতা বিবিধদোষপূর্ণেইপি তে ।
 অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপণবৎসল ! ত্বাং ভজে
 শচীস্বত ! ময়ি প্রভো ! করু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ ॥৮॥

ইব, ঈকুপে—নেত্র, যস্য, হে তাদৃশ ।। স্মিতস্তবকেন—
 মন্দ-হাস-শ্চেচন, সুন্দরঃ অধরঃ যস্য, হে তাদৃশ ।। বিশকটং
 —বিশালম্, উরস্তটং—বক্ষঃ, যস্য, হে তাদৃশ ।। “বিশকটং
 পৃথু বৃহৎ বিশালং পৃথুলং মহৎ” ইতি অমরঃ ॥ ৭ ॥

‘পাপাত্ম্যাপি অহং তব স্বভাবং বীক্ষ্য কৃতার্থঃ স্যাম্, ইতি হৃষ্ট-
 চিত্তোৎস্মি’ ইতি-ভাবেন আহ, — অহমিতি । হে কনক-কেতকী-
 কুসুম-গোর !, ক্ষিতৌ—পৃথিব্যাম্, অহং, দুষ্টঃ—কাম-ক্রোধাদি-
 দূষিতঃ, স্মি । বিবিধদোষপূর্ণেইপি জনে, তে—তব, দোষ-
 লবদর্শিতা নাস্তি । অতঃ উদ্ধারকস্য তব উদ্ধার্ষোণ ময়া সহ সখ্যক-

তোমার নয়নযুগল যেন প্রফুল্ল কমলের মত ঢলঢল করিতেছে ।
 শুভ্র পুষ্পগুচ্ছের মত মৃদুহাস্যের উপর মৃদু হাস্যে তোমার
 অধর আহা কি সুন্দর কি সুন্দর ! আহা কি বিশাল বক্ষ-
 স্থল ! তোমার হস্তদুইখানি যেন দুইটা ফণী ফণা ধরিয়া
 খেলা করিতেছে ! আহা তোমার কাঙ্ক্ষি যেন কোটি কন্দর্প-
 কেও পরাভব করিয়াছে ! প্রভু হে,—মুকুন্দ হে, আমি
 মহা মন্দ, আমার প্রীতি কৃপা প্রকাশ কর ॥ ৭ ॥

ওহে শীতলন্দন ! তোমার গোর বরণ যেন কনক-
 কেতকী কুসুমের মত শোভন ও লোভন । আমি কিন্তু

ইদং ধরণিমণ্ডলোৎসব ! ভবৎপদাক্ষেষু যে
নিবিষ্টমনসো নরাঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকম্ ।

প্রত্যয়াক্ষেতোঃ ত্বাম্ অহং, প্রবণয়া - নম্রয়া, ধিযু ভজে । হে
কৃপণ- বৎসল !, ময়ি মন্দে কৃপাং কুরু ॥ ৮ ॥

অষ্টকপাঠফলম্ আহ—ইদমিতি । হে ধরণিমণ্ডলোৎসব ! হে
শচীহৃদয়নন্দন ! হে প্রকট-কীর্তি-চন্দ্র ! হে প্রভো ! যে নরাঃ,
ভবৎপদাক্ষেষু—ত্বচ্চরণচিহ্নেযু, নিবিষ্টমনসঃ সন্তঃ, ইদং পদ্যাষ্টকং
পরি পঠন্তি, তেভ্যঃ স্তং, নিজ-প্রণয়-নর্ভরং—স্ব-প্রেম-সম্পত্তিং,

এই পৃথিবীতে যার-পর-নাই কামক্রোধাদিতে দুর্ঘট—যার-
পর-নাই মলিন । ওহে কৃপণবৎসল—দীনদয়াল ! বিবিধ
দোষে পরিপূর্ণ জনেরও তুমি সামান্য দোষের কণাও
দেখনা, তাই আজ বিনীতভাবে তোমাকে ভজনা করিতে
প্রবৃত্ত হইয়াছি । প্রভু হে,—মুকুন্দ হে, আমি মহা মন্দ,
আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর ॥ ৮ ॥

প্রভু হে, তুমি পৃথিবীমণ্ডলের সংক্ষাৎ উৎসবস্বরূপ ।
তুমি শচীমাতার হৃদয়ে আনন্দ বর্ধন করিয়া থাক । চন্দ্রের
উদয়ে ধরণীর অন্ধকার বিদূরিত হয়,— তাপিতের তাপের
শান্তি হয় ; তুমিও জগতে যে বিমল লীলাকীর্তিরূপ চন্দ্রের
প্রকাশ করিয়াছ, তাহার সমুজ্জ্বল শীতল কিরণে জগদ্বাসীর
অস্তুর বাহিরের অন্ধকার এবং পাপতাপ সমস্তই বিদূরিত
হইয়া যায় । হে দেব ! যে সকল মানব তোমার চরণ-

শচীহৃদয়নন্দন ! প্রকটকীর্তিচন্দ্র ! প্রভো !

নিজপ্রণয়নির্ভরং বিতর দেব ! তেভ্যঃ শুভম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য

তৃতীয়াক্ষকং সমাপ্তম্ ॥

বিতর—দেহি । হে দেব !, শুভং—মঙ্গলাভ্যকম্ । অগ্নিন্ অষ্টকে
পৃথী-চ্ছন্দঃ,—“জসৌ জসযলা বস্তুগ্রহ-যতিশ্চ পৃথী গুরুঃ” ইতি
তন্ত্রক্ষণম্ ॥ ৯ ॥

চিহ্নে মন-প্রাণ সমর্পণ পূর্বক পরমাদরে এই পদ্যাক্ষক
পাঠ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে তুমি সাক্ষাৎ শুভস্বরূপ—
সর্ববিধ মঙ্গলস্বরূপ আপন প্রেমসম্পত্তি প্রদান কর ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর তৃতীয়াক্ষক

সমাপ্ত ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু ।